মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক
সবার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শাখা

২০২১-২২ অর্থবছরের “নৈতিকতা কমিটির” ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব)
সভার তারিখ	১১ জুলাই, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	সকাল ১১:৩০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন (গুগল মিট)
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’

সভাপতি কর্তৃক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে নৈতিকতা কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক আলোচ্যসূচি মোতাবেক বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়ঃ

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫
ক.	৪র্থ কোয়ার্টারের নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২০২০-২১ অর্থবছরের ৪র্থ কোয়ার্টারের নৈতিকতা কমিটির সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হওয়ায় কমিটির সকল সদস্যকে সভাপতি অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ ধারা অব্যহত রাখতে হবে।	নৈতিকতা কমিটির সকল সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারি এবং শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/ বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
খ.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন	সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য শাখা) বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ অর্থ বছরের স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্জিত নম্বর ৯৯.৫৯। তিনি আরও বলেন, কাঠামোর ১২.১ নং ক্রমিকে উল্লেখিত শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় ১০০% না হওয়ায় গাণিতিকভাবে ০.৪১ নম্বর কর্তন করা হয়েছে। অতঃপর সভায় প্রত্যেক কোয়ার্টারের অর্জনসমূহ উপস্থাপন করা হয়। সকল সদস্য -মূল্যায়িত প্রতিবেদনের উপড় একমত পোষণ করেন।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ ১৫ জুলাই, ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/ বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং আইসিটি সেল

গ.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়ন	সভাপতি বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ এর লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কাঠামো মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলকে নিজ নিজ কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পাদনের কোন বিকল্প নেই।	১। ১ম কোয়ার্টারে বিদ্যমান লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তগণকে পত্র প্রেরণ করতে হবে। ২। ১ম কোয়ার্টারে সকল কাজ লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে।	১। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/ বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ২। দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা
ঘ.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ সংশোধন	সভাপতি বলেন, অত্র দপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কাঠামো ২০২১-২২ ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি জানতে চান যে, গত বছর চূড়ান্ত কাঠামো পুনরায় সংশোধেনের কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। জনাব মেহেদী হাসান , উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) শাখা, বলেন ২৪/০৯/২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের জন্য একটি পত্র জারি করা হয়। সেখানে বলা হয় , নৈতিকতা কমিটির অনুমোতিক্রমে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে কর্মপরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করা যাবে। এ পর্যায়ে সভাপতি শুদ্ধাচার কৌশল কাঠামো পুনরায় সভায় উপস্থাপন করতে বলেন। সকল সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর কিছু সংশোধনের বিষয়ে সভার সকলে একমত পোষণ করেন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এ অর্থবছরের (২০২১-২২) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা সংশোধনের নির্দেশনা সাপেক্ষ নিম্নোক্ত সংশোধনী আনতে হবেঃ ১। কাঠামো ১. ৪ এর মন্তব্যে কলামে বর্ণিত ‘প্রধান কার্যালয়ে বর্তমানে ৯৪ জন কর্মকর্তা / কর্মচারি কর্মরত। বদলীজনিত কারণে পদ শূণ্য হতে পারে এজন্য ৮০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে প্রশিক্ষনার্থী হিসাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে’ বাক্যটি ‘প্রধান কার্যালয়ে বর্তমানে ৯৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত। বদলীজনিত বা অন্য কোন কারণে পদ শূণ্য হতে পারে এজন্য ৮০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষনার্থী হিসাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে’ দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে। ২। কাঠামো ২.৪ এ উল্লিখিত প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক চতুর্থ কাঠামোতে ৩০.৬.২০২২ তারিখ উল্লেখ করতে হবে এবং মন্তব্যের কলামে ‘ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে ১ টি প্রকল্প শেষ হবে’ লিখতে হবে। ৩। কাঠামোর ৩.৫ এ উল্লিখিত যে লে আউটপ্ল্যান অনুমোদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা প্রথম কোয়াটারে ১০% , ২য় কোয়াটারে ৪০% ৩য় কোয়াটারে ২০% এবং চতুর্থ কোয়াটারে ৩০% উল্লেখ করতে হবে। ৪। কাঠমোর সংযুক্তি -২ এর প্রকল্পের পিএসসি এবং পিআইসি সভা সংক্রান্ত তথ্য বিবরনীতে প্রকল্পের আপডেট তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকগণের স্বাক্ষর নিতে হবে।	

ঙ.	শুদ্ধাচার ওয়ার্কিং গ্রুপ ।	সভাপতি বলেন, শুদ্ধাচার কাঠামোর প্রতিমাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা প্রয়োজন এবং প্রতিটি কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত মনিটরিং আবশ্যক। জনাব মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখার প্রস্তাবের প্রক্ষিতে সভাপতি শুদ্ধাচার কাঠামোর সংক্রান্ত কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য একটা ওয়ার্কিংগ্রুপ গঠন করা যায় কিনা সে বিষয়ে সকল সদস্যের মতামত জানতে চান। সকল সদস্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	প্রশাসন, সাধারণ, স্বাস্থ্য, সেইফটি, প্রকল্প শাখা এবং আইসিটি সেল হতে একজন করে কর্মকর্তা নিয়ে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে ১টি শুদ্ধাচার ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশাসন শাখা হতে অফিস আদেশ জারি করতে হবে।	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
চ.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদনের ক্রমিক ৯.৩ এ উল্লিখিত ‘হেল্পলাইন অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চালুকরণ’ কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/পদ পরিবর্তন।	জনাব মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা বলেন, ক্রমিক ৯.৩ এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) থাকলেও মূলত প্রশাসন শাখার দায়িত্ব প্রদানের প্রেক্ষিতে জনাব সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), আইসিটি সেল কাজটি সম্পাদন করেছে। সেক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারীর পদবি সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), আইসিটি সেল লেখা যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি সকল সদস্যের মতামত জানাতে বলেন। জনাব ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা এবং জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, উপমহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা বাস্তবায়নকারীর পদবি হিসাবে সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), আইসিটি সেল উল্লেখের পক্ষে মতামত দেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণও একমত পোষণ করেন।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর স্ব-মূল্যায়িত প্রতিবেদনের ক্রমিক ৯.৩ এ বাস্তবায়নকারীর পদবি হিসাবে সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), আইসিটি সেল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/ বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
ছ.	শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা	সভাপতি বলেন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ এর ক্রমিক ৩ এ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ৫টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনাও প্রস্তুত করা হয়েছে। সভাপতি এ পর্যায়ে জানতে চান, কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানগণ অবহিত কিনা। জনাব জনাব মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা বলেন, ক্রমিক ৩ এর কার্যক্রমসমূহ স্বাস্থ্য, সেইফটি এবং সাধারণ শাখা সংশ্লিষ্ট। কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখার যুগ্মমহাপরিদর্শক মহোদয়গণ অবহিত এবং অনুমোদন করা যায় মর্মে মত দিয়েছেন।	১. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানগণের স্বাক্ষর নিতে হবে। ২. কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ ক্রমিক ৩ এর কার্যক্রমসমূহ শতভাগ সম্পাদন করতে হবে।	১. শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/ বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ২.যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য/সেইফটি / সাধারণ)

২। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক(অতিরিক্ত সচিব)

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৬.১৭.১৫০

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪২৮
১৪ জুলাই ২০২১

বিতরণ: কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)

১) জনাব ইমতিয়াজ মাহমুদ (যুগ্ম সচিব), প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

২) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন (যুগ্ম সচিব), প্রকল্প পরিচালক, 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ।

৩) জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন (উপসচিব), প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৫) যুগ্ম মহাপরিদর্শক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৬) ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৭) উপমহাপরিদর্শক (৪টি শাখা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৮) সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক/ আই সি টি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)

৯) জনাব অনিরুদ্ধ মহালদার, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), শুদ্ধাচার বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

১০) আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

১১) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য ও গণসংযোগ উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

১২) পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

১৩) হিসাবরক্ষক, হিসাব উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

১৪) অফিস কপি

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য শাখা) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা